COMPILED & CIRCULATED BY
DR. DIPAK SHOM
ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI,
NARAJOLE RAJ COLLEGE

U.G 1st Semester

Paper – GE1T

আলোচনা – ১

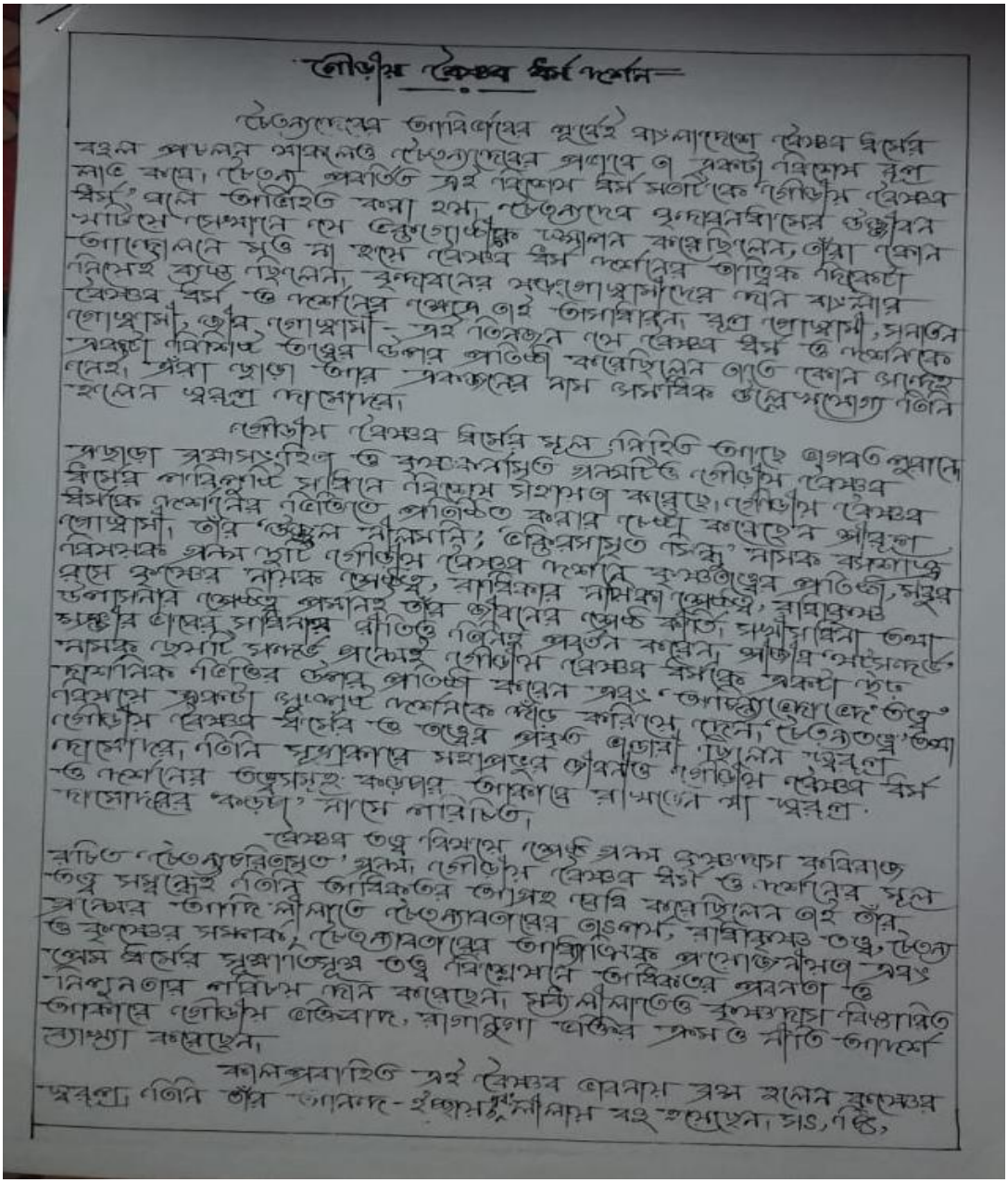

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচলন থাকলেও চৈতন্যদেবের প্রভাবে তা একটা বিশেষ রূপ লাভ করে। চৈতন্য প্রবর্তিত এই বিশেষ ধর্ম মতটিকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' বলে অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনধামের উদ্ভাবন ঘটিয়ে সেখানে যে ভক্তগোষ্ঠীকে স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা কোন আন্দোলনে মত্ত না হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের তাত্ত্বিক দিকেটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীদের দান বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাই অসাধারণ। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী – এই তিনজন যে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে একটা বিশিষ্ট তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এঁরা ছাড়া আর একজনের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন স্বরূপ দামোদর।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল নিহিত আছে ভাগবত পুরাণে। এছাড়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থটিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পরিপুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী। তাঁর 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' নামক বসশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ দুটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, মধুর রসে কৃষ্ণের নায়ক শ্রেষ্ঠত্ব, রাধিকার নায়িকা শ্রেষ্ঠত্ব, রাধাকৃষ্ণ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সখীসাধনা তথা মঞ্জরী ভাবের সাধনার রীতিও তিনিই প্রবর্তন করেন। শ্রীজীব 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামক ছয়টি সন্দর্ভ গ্রন্থেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্ব বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দেন। 'চৈতন্যতত্ত্ব' তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ও তত্ত্বের প্রকৃত ভাণ্ডারী ছিলেন স্বরূপ দামোদর। তিনি সূত্রাকারে মহাপ্রভুর জীবনীও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্বসমূহ কড়চার আকারে রাখতেন যা স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা' নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধেই তিনি অধিকতর আগ্রহ বোধ করেছিলেন তাই তাঁর গ্রন্থের আদি লীলাতে চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, চৈতন্য ও কৃষ্ণের সম্পর্ক, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রেম ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণে অধিকতর প্রবণতা ও নিপুণতার পরিচয় দান করেছেন। মধ্যলীলাতেও কৃষ্ণদাস বিস্তারিত আকারে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তির ক্রম ও নীতি আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন।

কালপ্রবাহিত এই বৈষ্ণব ভাবনায় ব্রহ্ম হলেন কৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি তাঁর আনন্দ-ইচ্ছায় এবং লীলায় বহু হয়েছেন। সৎ, চিৎ,

আনন্দ এই তাঁর বিভাগ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সৎ অংশে তিনি আছেন সন্ধিনী, চিৎ অংশে তিনি সম্বিত, আলোক কণা, আনন্দাংশে তিনি হ্লাদিনী, চৈতন্যদেবের আগে বৈষ্ণব ভাবনায় এই বোধ চলে এসেছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এ ভাবনাকে স্বীকরন করেছে মাত্র, চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে-

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ,
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ,
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ব্রহ্মের তিন শক্তি বৃত্ত কল্পনা করেছেন হয়েছে, অন্তরঙ্গ, তটস্থা ও বহিরঙ্গ শক্তি,

১. অন্তরঙ্গ = সৎ, চিৎ, আনন্দ
২. তটস্থা = জীব,
৩. বহিরঙ্গ = মায়া,

এই অন্তরঙ্গ শক্তি বা স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত আনন্দ অংশের সারভূতা হলেন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গনের মধ্যে তিনি হলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বগুনময়ী, শ্রীকৃষ্ণের সকল কান্তাশক্তির মূল শ্রীরাধাই, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ সেই শক্তির অধিপতি- শক্তিমান, কৃষ্ণ ও রাধিকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভাবিত, এই যুগল দেবতার সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তাঁরা রাধাভাবাদ্যুতি কৃষ্ণ স্বরূপ চৈতন্যকে গড়ে তুললেন,

"রাধিকার ভাব-মূর্তি প্রভুর অন্তর
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর,"

শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণ বিরহে দিব্যোন্মাদ জন্মেছিল, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও তাঁর শেষলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অনুভব করে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হয়েছিলেন, চৈতন্যাবতারের এই তত্ত্ব প্রচার করেন মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর,

পরম বৈষ্ণবেরা মনে করেন কৃষ্ণ ও রাধিকা অভেদ, স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু লীলাময় কৃষ্ণ লীলায় নির্মান করেছেন রাধাকে, কৃষ্ণ ও রাধা এক দিক থেকে এক, আবার এক নয়, এই ব্যাপারটি সহজে বোধগম্য নয় - চিন্তনীয় নয়, তাই এই ব্যাপারটি একটি দার্শনিক অনুভব হিসাবে চিহ্নিত, তাঁরা একে বললেন অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি, এই তত্ত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজীব গোস্বামী,

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মই বিশেষ্য এবং তার স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও তটস্থা বা জীবশক্তিই বিশেষন, চন্দ্র শক্তিমান, জ্যোৎস্না তার শক্তি- এই উভয়ের মধ্যে যে শক্তি ঐক্য ও

ভেদ, শক্তিমান ও শক্তিতেও সেই ভেদ, তেমনি পূর্ণশক্তিমান কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি হল হ্লাদিনী, তিনিই মূর্তিময়ী রাধা, তাঁদেরও সম্পর্ক অভেদ, অথচ তাঁদের মধ্যে ভেদও রয়েছে। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বকেই জীব গোস্বামী তাঁর তত্ত্বকূলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বজগতে শ্রীকৃষ্ণের স্থানই সর্বোচ্চ — গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল, তাঁরা মনে করেন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মধ্যেই পরব্রহ্মের শক্তি, শক্তিকার্য, গুণ, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং পরতত্ত্ব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন রাগানুগা ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণ প্রীতিই মুখ্য, এই দর্শনে আলোচিত হয়েছে রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব, সখীসাধনা, রসতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্ত, মঞ্জরীভাব প্রভৃতি।